যুগান্তর

MAR. 0 1 2003

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফার্মগেটের কয়েকটি কোচিং সেন্টার থেকে ইংরেজি বাদে ৮০টি প্রশ্নোত্তর সংবলিত প্রতি প্রশ্নপত্র ১০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রি হয়েছে। যার সবক'টি প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের মিল রয়েছে। ইন্দিরা রোডের কয়েকটি ব্যাচেলর মেসের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রথমে প্রকাশ পায়। পরে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে লেখা প্রশ্নপত্র বিসিএস পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে রাতেই পৌঁছে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এই প্রথম। নজিরবিহীন এ ঘটনায় মেধাবী ছাত্ররা

ফাঁস : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

ফাঁস : পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্তোভে-বিস্ময়ে হতবাক। এ ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ গোটা ঢাকা শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল ২৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বাইরে লন্ডনের একটি কেন্দ্রসহ মোট ১১১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্রে জানা গেছে, ফার্মগেটের 'ম' আদ্যাক্ষরের একটি কোচিং সেন্টারসহ তিনটি কোচিং সেন্টার বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে সংঘবদ্ধ একটি চক্রের মাধ্যমে বিসিএসের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। তারা প্রথমে রাজধানীর ইন্দিরা রোডের বিভিন্ন ব্যাচেলর মেসে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নপত্র থাকার কথা প্রকাশ করে। একটি সূত্র জানিয়েছে, এখানে প্রথমে তারা কমন পড়ার ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র ১০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রি করে। পরে এ ঘটনা ঢাকা কলেজে প্রচার হয়ে যায়। ঢাকা কলেজের ছাত্ররাও অনুরূপভাবে বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে একই মূল্যে প্রশ্নপত্র ক্রয় করে। পরে এ খবর ধীরে ধীরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর এসএম হল, মুহসীন হলসহ আরও কয়েকটি হলের পরীক্ষার্থীরা চাঁদা তুলে প্রশ্নপত্র ক্রয় করে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় বিসিএস পরীক্ষা শুরুর আগে ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে প্রশ্নোত্তর সংবলিত হস্তলিখিত প্রশ্নপত্র দেখা যায়। ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে এক পরীক্ষার্থী রাতে যুগান্তরকে টেলিফোনে জানান, তিনি এক পরীক্ষার্থীকে মোবাইলে তার অপর এক বন্ধুকে প্রশ্ন বলতে শুনেছেন। তেজগাঁও মহিলা কলেজ কেন্দ্রের অপর এক পরীক্ষার্থী টেলিফোনে জানান, তিনি এক ছাত্রীর হাতে ২০টি প্রশ্নোত্তর দেখেছেন, যার সবক'টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এসেছে।

ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রে ইংরেজি বাদে সর্বমোট ৮০টি প্রশ্ন উত্তরসহ ছিল। পরীক্ষার পর ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে, ২ নম্বর সেটের (দোয়েল) সাধারণ জ্ঞান, বাংলা, দৈনন্দিন বিজ্ঞানসহ অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে সর্বমোট ৮০টি প্রশ্নের হুবহু মিল রয়েছে। মিলগুলো এরকম- ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের ১ নং-এর সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের ৪৯ নং, ২ নং-এর সঙ্গে ৪০ নং, ৩ নং-এর সঙ্গে ১৯ নং। এভাবে ৮০টি প্রশ্নেরই মিল পাওয়া গেছে।

এদিকে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ও 'দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট'-এর সাংবাদিক ইমামুল হক শামীম হাতে লেখা ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের কপিসহ রমনা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে গেলে থানা তা গ্রহণ করেনি। এ সময় রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুব ইমামুল হক শামীমকে জানান, 'আপনি জিডি করবেন। কিন্তু প্রশ্নপত্রের সঙ্গে যদি মিল না থাকে তবে আপনাকে ভোগান্তিতে পড়তে হবে।' তবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশ্নপত্রের একটি ফটোকপি রেখেছেন।

এ ব্যাপারে পিএসসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক জেডএন তাহমিদার বাসায় টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে বাসা থেকে জানানো হয়, পরীক্ষার কাজে তিনি বাসার বাইরে রয়েছেন। কখন ফিরবেন জানি না।

এক বিবৃতিতে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।